[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবিরের বদলীজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ূন কবিরের বদলীজনিত কারণে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যার পরে থানার সকল অফিসার ফোর্সদের আয়োজনে ওসি হুমায়ূন কবিরের কক্ষে এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে তাকে বিদায় ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিদায় মুহূর্তে থানার অফিসাররা তার কর্মদক্ষতা, মানবিক আচরণ ও থানার সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভূমিকার প্রশংসা করেন।

জানা গেছে, তিনি বদলি হয়ে মেহেরপুর জেলায় যোগদান করবেন। সংবর্ধনা শেষে সহকর্মীরা তার ভবিষ্যৎ কর্মস্থলের জন্য শুভকামনা জানান।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এসময় সাথে ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহল ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন কালে প্রথমেই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর।

মডেল থানা পরিদর্শন কালে থানার সকল পুলিশ সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

এ সময় জেলা প্রশাসককে দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। মডেল থানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা সমুন্নতি রাখতে জেলা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। থানায় এসে যেনো কোন সেবা গ্রহীতা বিড়ম্বনা ও প্রতারণার স্বীকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকলে এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকে।

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি, কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা করেছেন, দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশে হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়িরা দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে বেশ কয়েক বার সর্তক করেন সংশ্লিষ্টরা। এরপরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল।

এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে

কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করেন,দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে,তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ,মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

এদিকে থানায় এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলাটি নথিভূক্ত হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা ও সোয়াদি গ্রামের পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিলেন ওই এলাকার প্রভাশালী মাটি ব্যবসায়িরা।

এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্তক করা হলেও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

এরপর উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশে গেল ২১ জুলাই কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়। এদিকে এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলা নথিভুক্ত করা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে এমন অভিযোগ ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন,মামলা হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এ কারনে মামলা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন মামলাটি নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে বলেন, মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ২টা থেকে থানার সকল কার্যক্রম শুরু হয়।

থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি বৃহৎ টহল দল জেলা ব্যাপি মহরা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড এলাকা অতিক্রম করে ডুগডুগি পশুহাটের উপর দিয়ে দর্শনা থানার দিকে রওনা করে। এরই মধ্যদিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার দুইটি থানা, দামুড়হুদা মডেল থানা ও দর্শনা থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। পুলিশের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই জনমনে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।

এক সপ্তাহের বেশী সময় পরে মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি দেখে সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় পুলিশ প্রশাসনের কোন বিকল্প নেয় বলে অভিমত পোষণ করেন এলাকার স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

তারা বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু, তারা যেনো আর কখনো জনগণের রোষানল পরিনত না হয়। পুলিশই পারে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের কারো প্ররোচনায় পুলিশ যেনো আর ব্যাবহার না হয়। তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুলিশ জনতা এক যুগান্তকারী শক্তিতে পরিনত হবে। এতে করে বাংলাদেশর জনগণের কখনো কোন রাজনৈতিক দল ক্ষতি করতে পারবেনা। আমরা সাধারণ মানুষ চাই পুলিশ যেনো সব সময় সাধারণ মানুষের সাথে থাকে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের নতুন বাস্তপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলো দামুড়হুদা উপজেলা নতুন বাস্তপুর গ্রামের মৃত ওয়াজ মন্ডলের ছেলে মোঃ আলী কদর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে এসআই ইউসুফ আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ দামুড়হুদা থানাধীন নতুন বাস্তপুর গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি নতুন বাস্তপুর গ্রামের মোঃ আলী কদর কে গ্রেফতার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান জানান, ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত সাজা পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি আলী কদরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে মামলা রয়েছে, তা বিচার প্রক্রিয়াধীন। আজ আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অভিযানে

সাজাপ্রাপ্ত ২ আসামী গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১টার দিকে ও সকাল ১১টার দিকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে এসআই হারুন অর রশিদ ও এএসআই মহানন্দ সঙ্গীয় ফোর্সসহ দামুড়হুদা থানাধীন মুন্সিপুর ও ছোট দুধপাতিলা গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মুন্সিপুর গ্রামের মৃত মোস্তাকিনের ছেলে মোঃ আসাদুল হক ও ছোট দুধপাতিলা গ্রামের কাউছার আলীর ছেলে মোঃ মস্তাফিজুর রহমান কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা দীর্ঘ দিন পালাতক ছিল। অবশেষে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর জানান, ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত সাজা পরোয়ানাভুক্ত দুই পলাতক আসামিদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে সামাজিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থীদের সাথে জনসচেতনতা মূলোক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে শিক্ষার্থীদের সাথে এ জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সে সময় বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা, যৌতুক, ইভটিজিং,মাদক,জঙ্গি, সন্ত্রাস ও কিশোর কিশোরীদের মাঝে সাইবার অপরাধ রোধে করোনিয় বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রধান অতিথি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মডেল অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, মডেল থানার উপ-পরিদর্শক শারমিন প্রমুখ।

এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী সহ বিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।